হজে প্রদত্ত নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ফাতাওয়া

বিভাগ/অধ্যায়ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত ফাতাওয়াসমূহ

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

ফাতওয়া: ৫১

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা হিজর[1] সম্পর্কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন? তিনি বলেন: হিজর কাবার অংশ”। বুখারী ও মুসলিম। তিরমিযীর বর্ণনায়, আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা বলেন: হে আল্লাহর রাসূল, আমি বায়তুল্লায় সালাত আদায় করার মান্নত করেছি? তিনি বলেন: “হিজরে সালাত আদায় কর, কারণ হিজর বায়তুল্লাহর অংশ”।

ফুটনোট

[1] কা‘বার রুকনে শামি ও রুকনে ইরাকির উত্তর পাশের ত্রিভুজ আকৃতির অংশকে ‘হিজর’ বলা হয়, বর্তমান যা অর্ধ গোলাকার বৃত্ত (বা দেয়াল) ঘেরা। ইবরাহীম ও ইসমাঈল আলাইহিমাস সালামের নির্মিত মূল কাবার অংশ হিজর। যখন আগুন লেগে ও প্রবল বৃষ্টিপাতের কারণে কা‘বার দেয়ালের অংশ বিশেষ ভেঙ্গে পড়ে, কুরাইশরা অবশিষ্ট দেয়াল ভেঙ্গে নতুনভাবে কাবা নির্মাণ করার উদ্যোগ গ্রহণ করে, কিন্তু ইবরাহীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভিত্তির উপর নির্মাণ করার প্রয়োজনীয় হালাল অর্থ তাদের জোগাড় হয় নি। কারণ, তারা শর্ত করেছিল কাবার নির্মাণে হারাম অর্থ ব্যবহার করবে না, যেমন ব্যভিচারীর মোহর, সুদ ও অপরের হক ইত্যাদি, তাই উত্তর পাশের কিছু অংশ ছেড়ে কাবা নির্মাণ করা হয়, ছেড়ে দেওয়া অংশ পাথরের দেয়াল দিয়ে সাধারণের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়, যেন মানুষ বুঝে এটাও কাবার অংশ এবং তার বাইর দিয়ে তাওয়াফ করে। এ কারণে অত্র অংশকে হিজর বলা হয়, কারণ হিজর অর্থ নিষিদ্ধ করা। এটা ছিল নবুওয়াতের পূর্বের ঘটনা।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু আনহা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করেন, “হিজর কাবার অংশ কি না? তিনি বলেন: হ্যাঁ, আয়েশা বলেন, তাহলে কেন তারা এটাকে কাবার অন্তর্ভুক্ত করে নি, তিনি বলেন: তোমার কওমের অর্থ সংকট হয়েছিল”। সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৫৮৪; সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ১৩৩৩।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন: আমি আল্লাহর ঘরে সালাত আদায় করতে পছন্দ করি, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার হাত ধরে হিজরে দাখিল করেন, এবং বলেন “হিজরে সালাত পড় যদি ঘরে প্রবেশ করতে চাও, কারণ এটাও ঘরের অংশ, তোমার কওম কাবা নির্মাণ করার সময় মূল ঘর থেকে হিজর বাইরে রেখে দেয়”। আবু দাউদ, হাদীস নং ২০২৮; তিরমিযী, হাদীস নং ৮৭৬; নাসাঈ, হাদীস নং ২৯১২।

আয়েশা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা থেকে বর্ণিত, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন: “যদি তোমার কওম

শিরকি যুগের নিকটবর্তী না হত, আমি কাবা ভেঙ্গে (তার মেঝটি) মাটির সমান করে দিতাম এবং পূর্ব ও পশ্চিমে দু'টি দরোজা রাখতাম, (একটি প্রবেশ করার ও অপরটি বের হওয়ার), আর হিজরের দিক থেকে কাবা ছয় হাত বাড়িয়ে দিতাম, কারণ কুরাইশরা কাবা নির্মাণ করার সময় তা বাদ দিয়েছে"। সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৩৬৯।

ইবন উসাইমীনকে হিজর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়, তিনি বলেন: "অনেকে হিজরকে হিজরে ইসমাইল বলে যার পশ্চাতে কোনো ভিত্তি নেই। কারণ, ইসমাইল হিজর সম্পর্কে জানতেন না, তাই এটাকে হিজরে ইসমাইল না বলে শুধু হিজর বলাই শ্রেয়"। ফতোয়া: (১২/৩৯৮)।

হিজরকে হাতীমও বলা হয়: হাতীম অর্থ ভাঙ্গা বস্তু, মক্কার কুরাইশরা কাবা নির্মাণ করার সময় হাতীম ছোট দেয়াল ঘেরা করে দেয়। দেয়ালটি কাবার সমপরিমাণ ছিল না, অনেকটা অসম্পূর্ণ ও উপর থেকে ভাঙ্গা দেয়ালের মতো ছিল, তাই এটাকে হাতীম বলা হয়।

কেউ বলেছেন: মক্কার লোকেরা এখানে পরস্পর চুক্তিতে আবদ্ধ হত ও বিভিন্ন শপথ করত, কেউ তার খেলাফ করলে ধ্বংস হয়ে যেত তাই এটাকে হাতীম বলা হয়। কারণ, হাতীম অর্থ ধ্বংস। কেউ বলেছেন: মক্কার লোকেরা তাওয়াফের কাপড় এখানে রেখে দিত এবং এখানেই সেগুলো ধ্বংস হত তাই এটাকে হাতীম বলা হয়।

মোদ্দাকথা, হাতীম কাবার অংশ, এতে সালাত আদায় করার অর্থ কাবার ভেতর সালাত আদায় করা, কাবার ভেতর ফরয আদায় করা অনেকের নিকট বৈধ নয়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাবার ভেতর ফরয সালাত আদায় করেননি। কারণ, এভাবে সালাত আদায় করলে কাবার কিয়দংশ পশ্চাদমুখী হয়, যা ফরয সালাতে বৈধ নয়, নফল সালাতে বৈধ, যেমন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহনে চড়ে নফল আদায় করতেন, যে দিকে তার মুখ হত ভ্রুক্ষেপ করতেন না। -অনুবাদক।

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=10574

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন